ভৌগোলিক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পড়ার আগে ভাবো

ভৌগোলিকের আক্ষরিক অর্থ 'ভূগোল সম্বন্ধীয়' । উচ্চাকাঙ্খার আত্মকেন্দ্রিক বাঙালি তার জাতিসত্তার উচ্চ আদর্শ, প্রজ্ঞাবান মনীষিদের ভাবধারা পুষ্ট এই মাটি, এই দেশকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলেছে । খন্ডিত এই বাংলার ভৌগোলিক সীমানা আজ সীমাবদ্ধ ।

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখন্ডের,
ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে ।

সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে তাই
আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই ।

জেনে রাখো

অর্চনা	—	পূজা, উপাসনা
ভূখন্ড	—	ভূমি খন্ড
লাঞ্ছিত	—	নিন্দিত, অপমানিত
টৈরাই	—	তরাই (পর্বতের নিচের অঞ্চল)

কবি পরিচয়

[প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ - ৮৮) কাশীতে জন্ম । প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্রকার। বাংলার বিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় অগ্রদূত ও ঘনাদা নামে কালজয়ী চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা । রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত সাহিত্য আন্দোলন, যাকে কেউ কেউ 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করেছেন, সেই কল্লোলযুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক। ঘনাদা ছাড়াও বিজ্ঞান - গবেষক 'মামাবাবু', ডিটেকটিভ 'পরাশর বর্মা' এবং ভূত - শিকারী 'মেজোকর্তা' তাঁর অন্যতম সৃষ্টি । সম্পাদক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন । পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন – এককভাবে 'রঙমশাল', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে 'নিরুক্ত', বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'কবিতা', এছাড়াও 'কালিকলম', 'নবশক্তি', 'পক্ষীরাজ', প্রভৃতি। অনুবাদক হিসাবেও তিনি সাফল্য পেয়েছেন । অনুবাদ করেছেন লরেন্স ও সামারসেট মমের গল্প, হুইটম্যানের কবিতা । কিছু উৎকৃষ্ট গান ও লেখেন । প্রথমে রামতনু লাহিড়ি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার পর সুভাষচন্দ্রের বাংলার কথা ও ফরোয়ার্ড পত্রিকায়, বঙ্গবানী কাজ করেছেন । চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, লিখেছেন । ১৪ টি ছবির পরিচালক ছিলেন । তার মধ্যে 'ময়লা কাগজ' ফিল্মটি উল্লেখযোগ্য । 'সাগর থেকে ফেরার জন্য' আকাডেমি পুরস্কার (১৯৫৭) রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৮) পান । আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বেলজিয়ামে যান । সোভিয়েত রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন । পদ্মশ্রী ও দেশিকোত্তম উপাধি পান ।]

পাঠ পরিচয়

বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে । এই জাতিসত্তার ভিত্তি রচনায় অবদান রয়েছে শ্রী চৈতন্য, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশবরেণ্য প্রজ্ঞাবান মনীষীদের । সমুন্নত ভাবধারার মাটি দিয়ে এই ভিত্তি রচিত । এই দেশবরেণ্যদের দেশের জন্য জীবনদানকে কবি 'মৃত্যুদীপ্ত মানে ছিল' বলে অভিহিত করেছেন । অধঃপতিত নিম্নমানের রাজনীতির চোরাস্রোত বাঙালি জাতি সত্তার উচ্চদর্শমূলক ভিত্তিটিকে নড়িয়ে দিয়েছে । বাঙালি জাতিকে খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে । যতই বাহ্যিক চাকচিক্য বাড়ুক না কেন, যতই বড় বড় অভ্রভেদী ইমারত গড়ে উঠুক না কেন, সেই 'মৃত্যু-দীপ্ত'র মানে আজ লাঞ্ছিত । সমুন্নত ভাবধারার উপর দন্ডায়মান শাশ্বত বৃহৎ-বঙ্গ আজ অতীতের কাহিনিতে পরিণত হয়েছে । আজ তাই খন্ডিত

বাংলার ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়িয়েছে - 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টৈরাই' (তরাই) ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তরটি লেখো

1. 'ভৌগোলিক' কবিতাটি ..... লিখেছেন ।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র)

2. বাংলার দক্ষিণে ..... রয়েছে ।

(তরাই অঞ্চল, সুন্দরবন)

3. ভূখন্ড অর্থাৎ .....।

(ভূমির খন্ড, ভারতের খন্ড)

অতি সংক্ষেপে লেখো

4. ভৌগোলিক শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কী ?
5. বাংলার উত্তর দিকের সীমানা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ?
6. সুন্দরবন কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. আমরা বিস্মৃতির অতলে কাকে হারিয়ে ফেলতে চলেছি ? 'ভৌগলিক' কবিতাটি অবলম্বনে লেখো ।

ব্যাকরণ

1. **সমোচ্চারিত শব্দগুলি অর্থ লেখো**

পারা	মণ	তারা	উপাদান
পাড়া	মন	তাড়া	উপাধান

2. **বহুপদের একপদে পরিবর্তন করো**

দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ

শহরে থাকে যে

গ্রামে থাকে যে

যে পূজা করে